যুগান্তর

তারিখ ..... 04 MAY 2016.
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

## জঙ্গিবাদের 'পাঠ' বাদ দেয়ার নির্দেশ

# মাদ্রাসার ৩৮ পাঠ্যবই পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

মাদ্রাসার বইয়ে জঙ্গিবাদের 'পাঠ' বা কোনো 'গন্ধ' আছে কিনা তা চিহ্নিত করে বাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে এ নির্দেশনা পাঠানো হয়। সে অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৮টি বই মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আটটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করে মঙ্গলবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আমরা এমন একটি উদ্যোগ নিয়েছি। মাদ্রাসা বোর্ড এ নিয়ে কাজ করছে।'

২৪ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়। দেশে জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার' কমিটির পঞ্চম সভার তিনটি সিদ্ধান্তের কথা ওই চিঠিতে জানানো হয়। সূত্র জানায়, এ চিঠিতে মাদ্রাসার কোরআন, হাদিস, সংবিধান এবং জাতীয় চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় ও কোনো রাজনৈতিক দল সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ বা রচনা প্রভৃতি বাদ দেয়ার নির্দেশনা আছে। একই সঙ্গে এসব বিষয় চিহ্নিত করতে কমিটি গঠনের কথাও আছে এতে। এছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে বৈঠকের পৃথক আরেকটি নির্দেশনা আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার' কমিটির বৈঠকে মাদ্রাসার বেশকিছু বইয়ে জঙ্গিবাদ উৎসাহিত হয় এমন তথ্য ও পাঠ অন্তর্ভুক্ত আছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই কমিটির একজন সদস্য কিছু বইয়ের নামও উল্লেখ করেন। এর মধ্যে সাধারণ বিষয়ে যেমন ইসলামী পৌরনীতি, ইসলামী অর্থনীতি এমনকি বাংলা বিষয়েও এ ধরনের পাঠ আছে বলে বৈঠকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপরই মাদ্রাসার বই মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এ নির্দেশনা পাওয়ার পর বৃহস্পতিবারই তা পাঠানো হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

# মাদ্রাসার ৩৮ পাঠ্যবই পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অবহিত করে সোমবার মন্ত্রণালয়ে ফিরতি পত্র দেন।

সূত্র জানায়, ফিরতি পত্রে মাদ্রাসা বোড জানিয়েছে, প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৮টি বই পর্যালোচনার জন্য ৮টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির ৩টি দেখবে ইবতেদায়ি স্তরের বই। বাকিরা দাখিলের বই দেখবে। চিঠিতে বলা হয়, ওই কমিটিগুলো মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে মূল্যায়ন কাজ শুরু করা হবে। এতে একই সঙ্গে আরও বলা হয়, ইতিপূর্বে মাদ্রাসার বই প্রবর্তনকালে তা ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী রচনা করা হয়েছে। বইয়ে যাতে জঙ্গিবাদ উস্কে দিতে পারে এমন কোনো কিছু না থাকে সে ব্যাপারে বইয়ের রচয়িতা এবং সম্পাদকদের আগেভাগে নির্দেশনা দেয়া ছিল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা মঙ্গলবার সকালে নিজ দফতরে আলাপকালে যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসা এবং স্কুলের অর্ধেকের বেশি পাঠ্যবই অভিন্ন। কেবল মাদ্রাসার কোরআন, হাদিস, আরবি এবং ফিকহ এই বিষয়গুলো বিশেষায়িত। তিনি বলেন, মাদ্রাসার জন্য বিশেষায়িত বিষয়গুলো নতুন শিক্ষানীতির আলোকে প্রণয়ন করে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে প্রবর্তন করা হয়। তখন একদফা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখন অধিকতর 'যৌক্তিক মূল্যায়ন' করার জন্য ৮টি কমিটি গঠন করে পাঠিয়েছি। ওইসব কমিটি অনুমোদন পেলে কাজ শুরু করা হবে।

জানা গেছে, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোরআন, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং আকাঈদ ও ফিকহ বিষয়ের মোট ৩২টি বই যৌক্তিক মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া নবম-দশম শ্রেণীর উল্লিখিত চারটি বিষয় এবং হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস ৬টি বিষয়েরও মূল্যায়ন করা হবে। দশটি শ্রেণীতে মোট ৩৮টি বিষয় মূল্যায়নে আসবে। এর বাইরে মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষিশিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি পড়ানো। তবে এসব স্কুলের অভিন্ন কারিকুলাম ও সিলেবাসে অনুরূপ ও অভিন্ন বই।

সাধারণ বিষয়েও জঙ্গিবাদের সূত্র উপস্থিত থাকার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক মো. শাহজাহান যুগান্তরকে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সদস্য এমন অভিযোগ তুলেছেন বলে আমরা শুনেছি। ওই সদস্য বাংলাবাজার থেকে কিছু বই সংগ্রহ করে তার থেকে এমন সূত্র পেয়েছেন। পরে আমরাও বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখি, একটি বেসরকারি কোম্পানির গাইডে বিভ্রান্তিকর লেখা আছে। কিন্তু ওই বই মাদ্রাসা বোর্ডের নয়। মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য কেউ গাইড লিখলে এবং তাতে আপত্তিকর কিছু থাকলে তার দায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের।' তিনি আরও বলেন, 'বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, একশ্রেণীর প্রকাশক মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে বাজারজাত করা বাংলা বই নকল করেছে। বইয়ে ওই প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছে নবীন বাংলা সাহিত্য সম্পাদনা বিভাগ। এ প্রতিষ্ঠানের কোনো নাম-ঠিকানা আমরা আজও পাইনি। তারপরও পুলিশে অবহিত করে জালিয়াতদের ধরার চেষ্টা করছি।'

উল্লেখ্য, শিক্ষানীতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় উল্লেখ আছে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার চারটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ১২টি বাস্তবায়ন কৌশল আছে। এসব অনুসরণ করা হলে জঙ্গিবাদ বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।